UNIVERSITY OF KALYANI

# S.R FATEPURIA COLLEGE

ESTD-1965

SUBJECT - EDUCATION (HONS)
SEC- Practical Work / Dissertation
SEMESTER- IV

NAME : AFRIN KHATUN
ROLL. NO : 3114245-2185447
REGN NO : 086002 Of 2021-22

## Topic Name - দার্শনিক ঋষি অরবিন্দ-ভারতীয় শিক্ষায় তাঁর প্রভাব

CS CamScanner

# সূচীপত্র


| | Page |
|---|---|
| 1. প্রথম অধ্যায় :- | |
| 1.1 - ভূমিকা | 1-4 |
| 1.2 - উদ্দেশ্য | 5 |
| 1.3 - প্রশ্নকরণ | 5 |
| 1.4 - তাৎপর্য | 6 |
| 2. দ্বিতীয় অধ্যায় :- | |
| 2.1 - সাহিত্য পর্যালোচনা | 7-11 |
| 3. তৃতীয় অধ্যায় :- | |
| 3.0 - পদ্ধতিকরণ | 12 |
| 3.1 - নকশা | 12 |
| 3.2 - তথ্যসূত্র | 12 |
| 3.2.1 - প্রাথমিক তথ্য | 12 |
| 3.2.2 - গৌণ তথ্য | 12 |
| 4. চতুর্থ অধ্যায় :- শিক্ষাদর্শন | 13-14 |
| 5. পঞ্চম অধ্যায় :- বর্তমান শিক্ষায় প্রাসঙ্গিকতা | 15 |
| 6. ষষ্ঠ অধ্যায় :- সমালোচনা | 16 |
| • তথ্যপঞ্জি • - | 17 |


R. Fatepuria College * Estd.-1965 * Beldanga, Murshidabad

Page-

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক স্তরের নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসারে আমি আমার গবেষণা পত্রটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি। আমার গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে **"দার্শনিক ঋষি অরবিন্দ : ভারতীয় শিক্ষায় তাঁর প্রভাব"**। এই গবেষণাটি করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন জনের সাহায্য নিয়েছি, তাই তাঁদের সকলের প্রতি সর্বপ্রথম আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। শিউনারায়ন রামেশ্বর ফতেপুরিয়া কলেজের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শিক্ষক / শিক্ষিকা বৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যাদের সাহায্য ছাড়া এই গবেষণা পত্রটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। এই গবেষণাপত্রটি রচনা করতে গিয়ে যিনি আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তিনি হলেন আমার গবেষণাপত্রের তত্ত্বাবধায়ক এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক / অধ্যাপিকা **বেনাজির চৌধুরী**, আশিক ইকবাল হোসেন, সুব্রত মন্ডল মহাশয়। ওনার এই মূল্যবান সাহায্যের জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

পরিশেষে উল্লেখ থাকে যে, এই গবেষণাপত্রে কোন অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটি থাকলে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার।

বিনীত

**আফরীন খাতুন**

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

শিউনারায়ন রামেশ্বর ফতেপুরিয়া কলেজ

বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

পিন নং — 742133

S.R. Fatepuria College, Estd.-1965, Beldanga, Murshidabad

Internal Teacher

Ashik Iqbal Hom

Subrata Mandal.

Benajir Chawdhury.

# প্রথম অধ্যায়

## • Introducation •

1872 খ্রিস্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের জন্ম কলকাতার সন্নিকটে কোন্নগরে। পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ সাহেব ডাক্তার কে.ডি.ঘোষ নামে পরিচিত। মাতা স্বর্ণলতা ঘোষ স্নেহময়ী ও কোমলহৃদয়া ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ ইংল্যান্ডে প্রথাগত শিক্ষালাভ করেন। 1893 খ্রিস্টাব্দে ক্লাসিক্যাল ট্রাইপোজে প্রথম হয়ে তিনি কেমব্রিজের স্নাতক হন। তারপর শ্রীঅরবিন্দ পিতার ইচ্ছায় সিভিল পরীক্ষা দেন এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেন। কিন্তু ভারতমাতার মুক্তির জন্য যাঁর আবির্ভাব তিনি ICS হয়ে ইংরেজদের গোলামি করবেন কী ভাবে? তাই শত অনুরোধেও তিনি ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষাটি দেননি। শিক্ষান্তে দেশে ফিরে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। সেই সময় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ভারতীয় ভাষা ও দর্শন অধ্যয়ন করেন। এই সময় তাঁর যোগাভ্যাসেরও শুরু হয়। 1905 খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিতে প্রবেশ। রাজনৈতিক জগতে শ্রীঅরবিন্দ 'রাজদ্রোহী' নামে অভিহিত হন। মানিকতলা বোমা মামলায় কারাবরণ করেন। কারাবাসেই শ্রীঅরবিন্দের মানসিক চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়। উৎস ছিল 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'। 'গীতাই শ্রীঅরবিন্দকে মানসিক চিন্তামুক্ত আত্মানুসন্ধানী করে তোলে। কারামুক্ত হয়ে তিনি রাজনৈতিক কর্মধারা ত্যাগ করেন। সকল মানুষের চিত্তের মুক্তি ও সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের অনুভূতির দ্বারা কীরূপে সকলের মানসিক স্তরকে উন্নত করে তোলা যায় — সেই ভাবনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। বিপ্লবী থেকে ঋষি - এই বাহ্যিক পরিবর্তন থেকেই শ্রীঅরবিন্দ ব্রহ্ম ভাবনামুখী শিক্ষা দার্শনিক হয়ে ওঠেন।

অধ্যাত্ম চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রীঅরবিন্দ পন্ডিচেরিতে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, এই আশ্রমকে কেন্দ্র করেই তাঁর শিক্ষাদর্শন গড়ে ওঠে। বর্তমানে বিশ্বখ্যাত এই আশ্রমটি 'Aurovile' নামে পরিচিত।

S.R. Fatepuria College • Estd.-1985 • Beldanga • Murshidabad

অরবিন্দ ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন কলকাতায়। তিনি অধুনা পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কোন্নগর এর প্রাচীন কুলীন কায়স্থ ঘোষবংশের সন্তান, তাঁর বাবা কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন তৎকালীন বাংলার রংপুর জেলার জেলা সার্জেন। মা স্বর্ণলতা দেবী, ব্রাহ্ম ধর্ম অনুসারী ও সমাজ সংস্কারক রাজনারায়ন বসুর কন্যা। সংস্কৃতে 'অরবিন্দ' শব্দের অর্থ 'পদ্ম'? বিলেতে থাকাকালীন সময়ে অরবিন্দ নিজের নাম "Aravind", বরোদায় থাকতে "Aurobindo" হিসেবে বানান করতেন। পারিবারিক পদবির বানান ইংরেজিতে সাধারণত "Ghose" হলেও অরবিন্দ নিজে 'Ghosh' ব্যবহার করেছেন।

রংপুরে তার বাবা 1871 এর অক্টোবর থেকে কর্মরত ছিলেন, অরবিন্দ রংপুরে জীবনের প্রথম পাঁচ বছর পার করেন। ড: ঘোষ এর আগে বিলেতের কিংস কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্রে লেখাপড়া করেন। তিনি সন্তান-দের ইংরেজি পড়ায় এবং ভারতীয় প্রভাবমুক্ত শিক্ষাদানের মনোভাব পোষণ করতেন। তাই 1877 সালে দুই অগ্রজ সহোদর মনমোহন ঘোষ এবং বিনয়ভূষণ ঘোষ সহ অরবিন্দকে দার্জিলিংয়ের লোরেটো কনভেন্টে পাঠানো হয়।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনদর্শনের মূলভিত্তি বেদান্ত দর্শন। তিনি বলেন - প্রতিটি মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু শুভশক্তি বিদ্যমান। এই শুভশক্তিই হল সর্বশক্তিমান পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। ব্যক্তিজীবনের সকল রকম শিক্ষা প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য হল - সেই শুভশক্তির সন্ধান ও তার বিকাশসাধন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল রকম জড়প্রাকৃতিক বস্তুকে একক ব্রহ্ম চেতনার প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করেন। তার যোগের (Yoga) মাধ্যমেই সেই জড়প্রাকৃতিক অংশগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, তাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হবে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, এই সমন্বয়

ঘটলে ব্যক্তির মধ্যে পরব্রহ্মের উপলব্ধি হবে এবং অপরের মধ্যেও মানুষ পরব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। তাঁর মতে - পরব্রহ্মের ওই সমন্বয়ীরূপ প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা প্রাণীকুলে একমাত্র মানুষেরই আছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেন, মানুষের একটা আধ্যাত্মিক (spiritual) দিক বর্তমান। আর এই অধ্যাত্ম জীবনই তাকে প্রাণীকুলে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে।

শ্রীঅরবিন্দের মতে পরমাত্মা দুটি রূপে প্রকাশমান। একটি হল তাঁর চরম অস্তিত্বের রূপ, অপরটি হল তার প্রকাশমান বিকাশশীল রূপ। তাঁর অস্তিত্বই হল পরম সত্তা। তিনি নিরাকার পরব্রহ্ম। তাঁর প্রকাশমান দিকটিকে তখনই প্রত্যক্ষ করা যাবে, যখন মানুষ তাঁর অস্তিত্বকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। স্থূল অর্থে, চরম সত্য হল জীবন এবং তারই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলি হল জীবনধারার রীতি। মানবজীবনের উদ্দেশ্য হল — এই জীবন ও জীবনধারার রীতিগুলির (way of life) মধ্যে সার্থক সমন্বয়সাধন করা। আর তা শ্রীঅরবিন্দের মতে যোগসাধনার মাধ্যমেই সম্ভব।

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাদর্শন, তাঁর জীবনদর্শনেরই অংশবিশেষ, তিনি তাঁর জীবনদর্শনে বিশ্ব আত্মার উপলব্ধিকে মানবজীবনের পরম উদ্দেশ্যরূপে নির্ধারণ করেন। আর শিক্ষা হল এই উদ্দেশ্যসাধনের পথ। শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষাকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সেই প্রক্রিয়াটি হল —

- যা ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সকল সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণতা প্রদানে সক্ষম।
- যা ব্যক্তির জীবন, মন ও আত্মাকে তার প্রতিবেশীদের জীবন, মন ও আত্মার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে সহায়তা করে।
- যা ব্যক্তিকে সর্বজনীন, সর্বশক্তিমান বিশ্ব আত্মা সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দের এই শিক্ষা এক ধরনের সমন্বয়ী প্রক্রিয়া, যা ব্যক্তি জীবনের বা জীবাত্মার তিনটি দিকের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়, তাই শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষা সংক্রান্ত ধারণাকে সমন্বয়ী শিক্ষা বলা হয়।



CamScanner

শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষাদর্শন প্রাচীন ভারতীয় বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ। শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল —

- তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে সমন্বয়ী ধারণার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীর বিকাশ।
- ভাববাদ ও প্রয়োগবাদের সমন্বয় শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষার লক্ষ্যের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, অর্থাৎ শিক্ষাই হল জীবন।
- শ্রীঅরবিন্দ মানুষের প্রকৃতির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন স্বর্গীয় অনুভব মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।
- তাঁর মতে, শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য হল মানুষ তৈরি করা। তাঁর জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল মানুষের অভিব্যক্তি।
- তিনি আরও মনে করতেন শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল মানুষের মন ও আত্মার গঠন ও তার বিকাশ।
- তিনি ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

S.R. Fatepuria College * Beldanga, Murshidabad * Estd.-1985

## 1.2

**উদ্দেশ্য** :- এই কাজের জন্য শিক্ষার্থী কয় একটি উদ্দেশ্য রেখেছে।

(i) দার্শনিক ঋষি অরবিন্দের শিক্ষা দর্শন পর্যালোচনা করা।

(ii) ভারতীয় শিক্ষায় ঋষি অরবিন্দের প্রভাব পর্যালোচনা করা।

## 1.3

প্রশ্নকরণ :-

(i) দার্শনিক ঋষি অরবিন্দের শিক্ষা দর্শন কি কি তা আলোচনা করো?

(ii) ভারতীয় শিক্ষায় ঋষি অরবিন্দের কি কি প্রভাব রয়েছে তা পর্যালোচনা করো?



CamScanner

1.4

তাৎপর্য :- ঋষি অরবিন্দ মূলত দার্শনিক, কবি। স্বাধীনতা সংগ্রামী হলেও তিনি ব্রিটিশ পরাধীনকালে স্বদেশী আন্দোলনের সাথে সাথে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পথ প্রকাশ করেন। তিনি বিশেষ ভাবে প্রদেশের শিক্ষার ব্যাপারে নতুন চিন্তার দিক উন্মোচন করেন। আজকের দিনে তাঁর শিক্ষা আন্দোলনের ফল বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষা ধারণা বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থাৎ বলা যায় ভারতীয় শিক্ষায় ঋষি অরবিন্দের অবদান সর্বদিক থেকে গুরুত্বময়, তাঁর সমন্বয়ী শিক্ষা, যোগ শিক্ষা আজকের শিক্ষার্থীদের কাছে খুবই প্রয়োজনশীল।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## • সাহিত্য পর্যালোচনা •

with relevance to present educational context অরবিন্দের শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বর্তমানে অরবিন্দের চিন্তার শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্ব শিক্ষা শিখন প্রক্রিয়ার তাঁর কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। নতুন শিক্ষা দর্শনে অরবিন্দের শিক্ষা চিন্তার প্রতিফলন কি ভাবে ঘটানো যায় সে ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন।

Dhiman. O.P (1933) তাঁর Philosophical of education thought নামক গ্রন্থের 20 তম অধ্যায়ে অরবিন্দ ঘোষের শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে শিক্ষার নীতি পাঠক্রমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্ক, বিদ্যালয়ে ধারণা, সমন্বয়ী শিক্ষা, জাতীয় শিক্ষানীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য গ্রহণ করতে পারবে। লেখকের এই অধ্যায়টি একেবারে সহজ সরল ভাবে লেখা যা বর্তমানে ভারতীয় শিক্ষা দর্শনে বিশেষ ভাবে গ্রহণ যোগ্য হয়ে উঠেছে।

Gall. D. (2004) তিনি তাঁর- In sight from another: what art education can lear from Aurobindo নামক পত্রে অরবিন্দের শিক্ষা ধারণার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ধারা যেমন প্রকাশ পেয়েছে। অরবিন্দ তাঁর শিক্ষা দর্শনে অনুশীলন স্থিতিশীল ও নৈতিক শিক্ষা ধারাও বিশেষ ভাবে গুরুত্বতার কথা বলেছিলেন, যে প্রসঙ্গে ও এখানে আলোচিত হয়ে উঠেছে। অরবিন্দ শিক্ষায় জাতীয়তা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা আন্দোলনগত আলোচনাচক্রকে বিশেষ জোর কারণ দিয়েছেন। তাছাড়াও তিনি শিক্ষার্থীর মধ্যে শক্তির বৃদ্ধিকরণ ঘটানোর জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছেন।

Heehs. P. (2004) তিনি তাঁর The lives of Sri Aurobindo নামক গ্রন্থে ঋষি অরবিন্দ ঘোষের যোগী আধ্যাত্মিক বিবর্তন চিন্তন, দার্শনিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে গবেষক অরবিন্দের আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে বিশেষ ভাবে আলোচনাও করেছেন। তিনি মূলত অরবিন্দ শিক্ষা দর্শনকেই বিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থার মূল বিষয় ধারণাকে পরিস্ফুট করাই ছিল গবেষণার মূল কাজ। তিনি অরবিন্দের দর্শন ও শিক্ষা ধারণাকে শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ফলে আজকের নৈতিক শিক্ষাক্ষেত্রে অরবিন্দের শিক্ষা দর্শন বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে।

Kapur. R. (2007) তিনি তাঁর "Auroville" 'A spiritual - social experiment in human Unit and evolution' নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে শ্রী অরবিন্দ ও মায়ের ধারনা দ্বারা 1968 সালে দক্ষিণ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল - আরোভিল এখানে দেশ ও দেশের বাইরে নারী পুরুষ সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, এখানে ধর্ম বা জাতির কোনো বাঁধা নেই। এখানে আধ্যাত্মিকতা, সামাজিক ও পরিবেশ শিক্ষার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক কথায় এখানে শিক্ষার্থীদের বাস্তবময় জীবনের শিক্ষা দেওয়া হয় এক কথায় একটি আধুনিক ও উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

Kaziev A.M (2011) তিনি তাঁর Sri Aurobindo The mother and the Intregral movement নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, ভারতবর্ষে জাতীয়তা শিক্ষা করনের ক্ষেত্রে অরবিন্দ যে সর্বাঙ্গী শিক্ষার কথা ব্যক্ত করেছিলেন তা ভারতীয় শিক্ষা দর্শনের অন্যতম একটি তত্ত্ব। আবার তাঁর সর্বাঙ্গী শিক্ষা ভাবনাতে এই গ্রন্থে



CamScanner

গবেষক অরবিন্দের মোতে শিক্ষাকে ও উন্নত ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষায় কোন অর্জনের অন্যতম বিষয় হিসাবে ব্যক্ত করেছেন। এক কথায় বলা যায় এই পত্রে অরবিন্দের শিক্ষা দর্শনের মূলতে একটি বাস্তববাদী দিক প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে।

Killbrun (2016) তিনি তাঁর From Aurobindo to Auroville: Marry the mystical and the empirical নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, আধুনিক ভারতের অন্যতম শিক্ষা চিন্তাবিদ বিশেষভাবে সহায়তা করবে বলে তিনি আশাবাদী হয়ে উঠেছেন।

Gupta. S (2017) তিনি তাঁর "Comparative view of education: on the light of Swami Vivekananda Rishi Aurobindo" নামক নিবন্ধনায় দেখিয়েছিলেন যে স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা বলতে মানুষের অন্তর নিহিত সত্ত্বার বিকাশকে বুঝিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা দর্শন বা শিক্ষা চিন্তা ছিল অত্যন্ত তাৎপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ তাঁর শিক্ষা প্রকৃত মানুষ তৈরীর শিক্ষাকে বিশেষ ভাবে সহায়তা করে থাকে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক ধারণা প্রদানে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গবেষক এই পত্রে আবার ঋষি অরবিন্দ সম্বন্ধে জানিয়েছিলেন যে তাঁর শিক্ষাচিন্তার বিভিন্ন বিষয়ের সমাহার, তিনি সর্বদা বলতেন মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ ও শিক্ষার্থীর শিক্ষার লক্ষ্য কে সঠিকভাবে প্রদর্শন করাই হবে মূল কাজ এবং মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। এক কথায় তাঁর শিক্ষাচিন্তা ব্যক্তির সার্বিক বাস্তব বিকাশে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে থাকে।

Hossain . M.S; Jadab . B.B (2018) তাঁরা তাদের "Educational philosophy of Sri Aurobindo Ghosh; A Social work perspective" নিবন্ধে দেখিয়েছিলেন যে- ঋষি অরবিন্দ ছিলেন একজন বিপ্লবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসংস্কারক এবং তাঁর দার্শনিক চিন্তার মাধ্যমে করা একটি বিজ্ঞানের বিকাশ হয়েছে। যা প্রশিক্ষার্থীদের উচ্চ মানের তৈরিতে সহায়তা করে। অরবিন্দের শিক্ষা চিন্তা আধুনিকের ~~সমকালীন~~ সার্বজনীন শিক্ষা চিন্তার সমপর্যায় ছিল। আমাদের শিক্ষার ধারাকে বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করতে তাঁর শিক্ষা দর্শন বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর দার্শনিক মতবাদকে কেন্দ্র করে আজকের দিনে শিক্ষক, সমাজ সংস্কারক দার্শনিকদেরকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে চলেছে।

Gorain C.S. gayan . P (2023) তাঁরা তাদের Re-comstruing Sri Aurobindo Ghosh fram education view point নামক পত্রে দেখিয়েছেন যে দার্শনিক অরবিন্দ জীবনের সব সময়ে শিক্ষা, আধ্যাত্মিকতা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সাধনা নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন। এই পত্রে গবেষকগণেরা অরবিন্দ আধুনিক শিক্ষা চিন্তার ধারণা, জাতীয়তাবোধের শিক্ষাকে বিশেষ ভাবে প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া অরবিন্দ শিক্ষা দর্শন, মানব-দর্শনে বিশেষভাবে ব্যক্ত করে তুলেছেন। এতে অরবিন্দের মানব মুক্তির শিক্ষাকে নিয়ে এখানে যথাযথ ভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

Iyengar. S. (1972) তিনি তাঁর On the Mother নামক গ্রন্থে অরবিন্দের শিক্ষা দর্শন নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে মূলত শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দৈহিক, বৌদ্ধিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শিক্ষার কথা ঘোষণা করেন। মূলত এই গ্রন্থে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ শিক্ষা ধারনাকে গবেষক তুলে ধরেছেন। তার বর্তমান বিশ্বের শিক্ষা চিন্তা ধারণার অন্যতম প্রতিভার হিসাবে অরবিন্দের শিক্ষা দর্শনকে তুলে ধরেছেন। ফলে বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে অরবিন্দের শিক্ষায় বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

# তৃতীয় অধ্যায়

## • পদ্ধতি করন •

**3.1 : নকশা :-** এটি একটি গুনগত গবেষণা পদ্ধতিমূলক কাজ ও ঐতিহাসিক গবেষণা।

**3.2 : তথ্যসূত্র :-** এই কাজের জন্য দুই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

**3.2.1 : প্রাথমিক তথ্য :-** নিজের লেখা পত্র, গ্রন্থ হল প্রাথমিক তথ্য।

**3.2.2 : গৌন তথ্য :-** অরবিন্দের বিষয়ে অন্যান্য গবেষকের লেখা, গবেষণা পত্র হল গৌন সূত্র।

# চতুর্থ অধ্যায়

## • শিক্ষা দর্শন •

অরবিন্দ ভারতীয় দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষের দৈহিক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক প্রবৃত্তির বিকাশের সামঞ্জস্য এমন ভাবে বিকাশ ঘটাতে হবে যাতে তার আধ্যাত্মিক শক্তি জেগে ওঠে। তাঁর শিক্ষাচিন্তায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমানভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। এইজন্য তিনি বলেছেন, "The past is the foundation, the present is the material and futures the aim and each must find its due and natural place in any national system of education". তাঁর শিক্ষাচিন্তায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমানভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। এই জন্য তিনি বলেছেন, 'The past is the foundation, the ........ system of education। তাঁর শিক্ষা দর্শনের বক্তব্য নিম্নরূপ—

- প্রত্যেকের মধ্যে কিছু অতীন্দ্রিয় বা ঐশ্বরিক দিক আছে।
- মানুষের মধ্যের অতীন্দ্রিয় বা ঐশ্বরিক দিককে খুঁজে বের করতে হবে, বিকশিত করতে হবে এবং ব্যবহার করতে হবে।
- এই অতীন্দ্রিয় বা ঐশ্বরিক দিককে অর্জন করা যায় আত্মিক অনুশীলন (spritual disciple)-র দ্বারা, যা যোগ (Yoga) নামে পরিচিত।
- অরবিন্দের মতে 'যোগ' বলতে একজন সন্ন্যাসীর ঈশ্বরের কাছে যাবার জন্য অন্য জীবনে উন্নীত হওয়াকে বোঝায় না।
- সাধারণ মানুষ ও যোগ সাধনা করতে পারে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উচ্চতর মূল্যবোধ অর্জন করতে চান, তাহলে তাকে অবশ্যই ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে।

□ শ্রী অরবিন্দ ভাববাদীদের দর্শনের আলোকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের জীবন বিকাশের জন্য তিনি যে শিক্ষাদর্শনকে রূপদান করেছেন তার ফলে, শিক্ষার্থীদের আত্মিকতার আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ও দেশের অর্থাৎ 'মোক্ষ' লাভ করার অনুকূলময় হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রকৃত মূল্যবোধকে জাগরণ করার জন্য ঋষি অরবিন্দের দার্শনিক চিন্তা খুবই তাৎপর্যময় বলেই শিক্ষাবিদ মনে করেছে।

## পঞ্চম অধ্যায়

### • বর্তমান শিক্ষায় প্রাসঙ্গিকতা •

শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের অবদান অসীম, তিনি শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার কথাই বলেছিলেন। তিনি শিক্ষককে সাহায্যকারী, পথপ্রদর্শক, নির্দেশনাদাতার ভূমিকা পালনের কথা বলেছেন। যদিও তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর শিক্ষাচিন্তায় ভারতীয় শিক্ষা ও দর্শনের ছাপ বেশি দেখা যায়। তাছাড়া তিনি শিক্ষার্থীদের খেলা ধুলার উপর গুরুত্ব দিতে বলেছিলেন। অরবিন্দের শিক্ষাচিন্তার মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া ছিল বলে তার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্র খুবই আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে। আবার অরবিন্দের শিক্ষাচিন্তার মধ্যেও কিছু ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা আছে ঠিকই কিন্তু এর সুফল ও কার্যকারিতা এত বেশি যে সেগুলি উল্লেখের মধ্যে নয়।

□ ঋষি-অরবিন্দ ছিলেন ভারতের এমন একজন শিক্ষাবিদ দার্শনিক ছিলেন, যাঁর প্রতিটি বাণী দার্শনিক ভাবধারায় পূর্ণ। তাঁর শিক্ষার যে সব নীতিগুলি ও সমন্বয়ী শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষণ পদ্ধতি বর্তমানে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় লেখে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

R.F. ... College • Estd. 1995

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### • সমালোচনা •

অর্থাৎ, সর্বশেষে বলা যায়, ঋষি অরবিন্দ পাশ্চাত্য শিক্ষায় জ্ঞান অর্জন করলেও তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি, শিক্ষা, সমাজ ব্যবস্থা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন নি, তিনি ভাববাদী আদর্শে যে ব্রত অর্জন করেছিলেন, তাঁর পথ ধরেই পন্ডিচেরিতে শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর সহকর্মী মীরা আলফাসার সহমতা আজকের 'অরোভিল' শিক্ষায় সাতিমুখকে বিশেষ ভাবে প্রকাশ করিয়েছিল। শিক্ষার্থী হিসাবে বলতে পারি অরবিন্দের দর্শন-ই তাঁর শিক্ষা দর্শনের ফসল, যা দেশ স্বাধীনের 70 বছর পরেও বিভিন্ন শিক্ষা নীতি, শিক্ষা কমিশনের গঠনের ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে।

S.R.Fatepuria College
Estd. 1985

## • গ্রন্থপঞ্জি •


আচার্য, কে. ডি (1978), "Guide to Sri Aurobindo's philosophy" পন্ডিচেরি দিব্য জীবন সাহিত্য প্রকাশনী,

আহমেদ. এস. মুজিবুল হক (2021) Study of Educational and philosophycal thought of Aurobind Ghosh and Its relevance in present Education, Asian Basic and applied Research Journal 3(4): 30, 2021; article NO. ABAARJ.486

ইসলাম (2017) ভারতীয় শিক্ষা- ইতিহাস ক্রমবিকাশ, শ্রীধর প্রকাশনী 209/8 বি বিধান সরণী, কোলকাতা,

কাপুর, (2007), "Auroville: A spiritual-social experiment in human unity and evaluation." Vol 39, Issue 5, page-632-643

মিকেলসন, (2016) "From Aurobindo to Auroville: Marrying Mystical and the Empirical", Ph. D. Thesis, University college, Oxford.

হাফিজ, (2016); women Empowerment in Sri Aurobindo's Selected points, Journal of Research's in humites and Social Science, Vol-4


J.R. Falepuria College * Dhubri * Estd.-1965

External
15/09/23



CamScanner

# UNIVERSITY OF KALYANI

# S.R FATEPURIA COLLEGE

ESTD-1965

SUBJECT - EDUCATION (HONS)
SEC- Practical Work / Dissertation
SEM- IV

NAME : ARPITA ROY
ROLL.NO : 3114245-2185473
REGN NO : 086003 Of 2021-22

S.R.Fatepuria College
Estd.-1965

Topic Name - কোঠারী কমিশনের নারীশিক্ষা ও শিক্ষার সাম্যতা সম্পর্কিত সুপারিশের পর্যালোচনা

CamScanner

# সূচীপত্র


1. প্রথম অধ্যায় :— Page

1.1 — ভূমিকা 1-3

1.2 — উদ্দেশ্য 4

1.3 — সীমাবদ্ধকরণ 4

1.4 — তাৎপর্য 5-6

2. দ্বিতীয় অধ্যায় :—

2.1 — সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা 7-9

2.2 — গবেষণার শূন্যস্থান 9

3. তৃতীয় অধ্যায় :—

3.0 — পদ্ধতিকরণ 10

3.1 — নকশা 10

3.2 — তথ্যসূত্র 10

3.2.1 — প্রাথমিক তথ্য 10

3.2.2 — গৌণ তথ্য 10

4. চতুর্থ অধ্যায় :— কোঠারী কমিশনে নারীশিক্ষা ও শিক্ষার সমতা সম্পর্কিত সুপারিশসমূহ 11-18

5. পঞ্চম অধ্যায় :—
বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা 19

6. ষষ্ঠ অধ্যায় :—
সমালোচনা 20

• তথ্যপঞ্জি • 21


S.R. Fatepuria College * Estd.-1985 * Beldanga, Murshidabad

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক স্তরের নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুসারে আমি আমার গবেষণা পত্রটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি। আমার গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে "কোঠারি কমিশনের নারীশিক্ষা ও শিক্ষার সাম্যতা সম্পর্কিত সুপারিশের পর্যালোচনা।" এই গবেষণা পত্রটি করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন জনের সাহায্য নিয়েছি। এই তাঁদের সকলের প্রতি সর্বপ্রথম আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। শিউনারায়ন রামেশ্বর ফতেপুরিয়া কলেজের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক/শিক্ষিকা বৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যাদের সাহায্য ছাড়া এই গবেষণা পত্রটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। এই গবেষণাপত্রটি রচনা করতে গিয়ে যিনি আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তিনি হলেন আমার গবেষণাপত্রের তত্ত্বাবধায়ক এস.আর. ফতেপুরিয়া কলেজের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক/অধ্যাপিকা বেনজির চৌধুরি, আশিক ইকবাল হোসেন, সুব্রত মন্ডল মহাশয়। উনাদের এই মূল্যবান সাহায্যের জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

পরিশেষে উল্লেখ করি যে, এই গবেষণাপত্রে কোনো অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্রুটি থাকলে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার।

বিনীত
অর্পিতা রায়

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ
শিউনারায়ন রামেশ্বর ফতেপুরিয়া কলেজ
বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ
পিন নং - 742133

Internal Teacher

1. Ashik Ikbal Hossain
2. Subrata Mandal.
3. Benojir Chowdhury.

S.R. Fatepuria College Estd.-1965

# প্রথম অধ্যায়

## 1.1: ভূমিকা :—

দেশের ভবিষ্যৎ হল শিশুরা, তাই শিক্ষাকে সংবিধানের মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সংবিধানের বলা হয় দেশের ৬-১৪ বছর বয়সের প্রতিটি শিশুর শিক্ষাগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। শ্রী কপিল সিব্বাল Ministry of Human Development এর "General Palicy Debate" পত্রিকায় প্রকাশিত UNESCO-এর ৩৬ তম সম্মেলনে ভারতীয় শিক্ষার প্রসঙ্গে বলা হয় যে, "Education is the only real tool of empowerment. Western nation and East Asia reaped the benefits of the demographic divided. Now the fruit of his divided are seeds in India. The middle east and Africa the youth here represent the power house of the global economy, if we fail them, they will fall us. মহিলারা হল সমাজের এমন একটি অংশ্য যার দ্বারা দেশের ভবিষ্যতের ভীত সুন্দর হয়। রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, ডিরজিও প্রমুখ দার্শনিক ও মনীষীগন নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং যার জন্য উনারা নানান প্রতিবাদে সোচ্চার হন। স্বাধীনতার পূর্বকাল থেকেই বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা ও গঙ্গাসাগরে কন্যাদান ইত্যাদি কুপ্রথার জন্য মহিলারা সমাজে সর্বনিম্ন স্থানে অবস্থান করত। শিক্ষা হল জাতির মেরুদন্ড কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজী ভাষা জানা কিছু কেরানি কর্মচারী সৃষ্টি করা। শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযথভাবে রূপায়িত হবে কমিশনের সুপারিশগুলো।



S.R. Fatepuria College Estd.-1965

মহিলারা পাদুকালির মতো সমাজে অবস্থান করত। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে সংবিধান রচনার মধ্য দিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জন্য শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ শ্রেণি ভেদাভেদ, জাত-পাত, বর্ণভেদ প্রভৃতির ঊর্ধ্বে উঠে ভারতবর্ষে শিক্ষাব্যবস্থায় সমতাবাদের নীতিকে মান্য করার কথা বলা হয়। উডের ডেসপ্যাচের (১৮৫৪) সালের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ ভারতেই শিক্ষাব্যবস্থার পুনঃগঠন ও সংস্কারন হয়েছিল। স্বাধীনতার সময় ভারতীয় সংবিধান সমাজের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নানান সংরক্ষণ মূলক নির্দেশ দেন। সরকার গৃহীত এস. এস তাদনতার কমিটি (১৯৪০), রাধাকৃষ্ণান কমিশন (১৯৪৮-৪৯), মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩), খেক্কার কমিটি (১৯৫৯-৬১), কোঠারি-কমিশন (১৯৬৪-৬৬), দামোদারান কমিটি (১৯৭০), এল. এস. চন্দ্রকান্ত কমিটি (১৯৭১), জাতীয় শিক্ষানীতি (১৯৮৬), জাতীয় স্বাক্ষরতা মিশন (১৯৮৮) প্রভৃতি কমিশন শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মূল্যবান কার্যকর। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯৪৮) ও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (১৯৫২) এর সীমাবদ্ধতা ছিল যথাক্রমে উচ্চশিক্ষায় ও মাধ্যমিক শিক্ষা, কিন্তু ১৯৬৪ তে গঠিত ভারতীয় শিক্ষা কমিশন সমস্ত স্তরের ও জাতীয় শিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। ১৯৬৪ খ্রিঃ ১৪ই জুলাই ড: ডি. এস কোঠারি ও মোট ১৭ জন সদস্যকে নিয়ে এই কমিশন গঠন করে। কমিশনের এই রিপোর্টটি Education and National develop-ment শিরোনামে প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টটিতে বিদ্যালয় শিক্ষার কাঠামো, উচ্চশিক্ষার কাঠামো, প্রাক-প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম, মহিলা শিক্ষায় সমসুযোগ ও আরোও

অন্যান্য বিষয়ের উপর সুপারিশ পোষন করেছেন। দেশের মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের শিক্ষা এক মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে। জাতীয় শিক্ষা পারে নারীশক্তির ধনাত্মক দিকগুলি বজায় রাখতে ও বিকাশ সাধন করতে। নারীশিক্ষা প্রতিটি মহিলাকে যেমন আত্মস্বাবলম্বী করে তোলে তেমনি দেশে লিঙ্গবৈষম্য দূর করতেও সাহায্য করে। শিক্ষার স্তর বৃদ্ধি, শিক্ষক-ছাত্রের কম করা ও প্রতিটি শিশুর নিজের শিক্ষার অধিকার সুরক্ষিত করার লক্ষ্য সর্ববিস্তৃত শিক্ষার সাম্য বা সমসুযোগের কথা বলা হয়েছে। যার ফলস্বরূপ দেশে মানব উন্নয়ন ও মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন সম্ভব।

Estd - 1965
... College

## 1.2 : উদ্দেশ্য :-

1. কোঠারি কমিশনের নারীশিক্ষা ও শিশুর সাম্যতা বিষয়ে সুপারিশগুলোর উপর আলোকপাত করা।

2. নারীশিক্ষা ও শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্যতা বিষয়ে কোঠারি কমিশন প্রদত্ত সুপারিশগুলোর সমালোচনা-মূলক বিশ্লেষণ।

## 1.3 : প্রশ্নকরণ :-

1. কোঠারি কমিশনের নারীশিক্ষার ও শিশুর সাম্যতা কি কি তা আলোচনা করো?

2. নারীশিক্ষা ও শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্যতার উপর কি কি সমালোচনার দিক রয়েছে তা আলোচনা করো?

Jalpaiguri... College Estd.-1985 ...Murshidabad



CS CamScanner

## 1.4 : গবেষণার তাৎপর্য :-

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারত সরকার জাতীয় শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে মহিলা শিক্ষার ও শিক্ষাক্ষেত্রে সমসুযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। যার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি গঠন করেন। স্বাধীনতার কালেও ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নানান কুপ্রথা, বাল্যবিবাহ, জাতি-ভেদ, ধর্মবিরোধী প্রথায় জর্জরিত ছিল। মহিলারা ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, পুরুষদের হাতে থেকে নানাভাবে নির্যাতিত ও অত্যাচারিত হত, এমনকি তারা বিদ্যালয়ের গন্ডি ছোঁয়ার অধিকারের থেকেও বঞ্চিত ছিল।

মহিলা শিক্ষার হার এতটাই কম ছিল যে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে শিক্ষায় প্রতিযোগিতায় ভারত অনেকটাই পিছিয়ে ছিল, যা পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার সমস্যা দূরীভূত করার জন্য ১৯৬৪ সালের কোঠারি কমিশন গঠিত হয়। এই গবেষণার উদ্দেশ্য নারীশিক্ষা ও শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্যতা বিষয়ে কোঠারি কমিশন প্রদত্ত সুপারিশগুলোর আলোকপাত ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ও নারীশিক্ষা ও শিক্ষার সাম্যতার জন্য কোঠারি কমিশনের সুপারিশগুলির পর্যালোচনা করা।

এই গবেষণার গুরুত্ব হিসাবে আরও বলা যায় যে নারীশিক্ষার ও শিক্ষায় সমসুযোগের সুপারিশ পোষণ করা।

দেশের মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের চেষ্টা করা এবং নারীজাতির ধনাত্মক দিকগুলি বজায় রাখতে ও বিকাশে সাহায্য করা। তবেই মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন সম্ভব।

বেসরকারি কমিশন ও কমিটি গৃহীত নীতিগুলি অবলম্বনের পরে স্বাধীনোত্তর ভারতের নারী-পুরুষের শিক্ষার হার এবং সমাজের দুঃস্থ ও দরিদ্র অনগ্রসর জাতি-উপজাতি সম্প্রদায়ের বালক-বালিকাদের শিক্ষার হার অবিশ্বাস্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নারীশিক্ষা, সাম্যের জন্য শিক্ষা, শিক্ষায় সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ভারতে ১৯৭১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা ও নারী স্বাক্ষরতার হার এবং নারী-পুরুষ শিক্ষার হারের ব্যবধান ক্রমাগত ক্রমোন্নতিতে বৃদ্ধি পায়।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## 2.1 : সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা :-

গবেষণাটি সম্পন্ন করতে বিভিন্ন গবেষণাপত্র ও অন্যান্য সমসাময়িক গ্রন্থাদির পর্যালোচনা করা হয়েছে। যে সকল গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, প্রবন্ধ প্রভৃতির পর্যালোচনা করা হয়েছে, সেগুলি নিম্নে সংক্ষিপ্ত রূপে তুলে ধরা হল।

সাহা. কুমার রচিত Commission & Committe on technical education in independent india : An approasial গবেষণাপত্র 2019 সালের Indian Journal of History of Science পত্রিকায় প্রকাশ পায়। বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা, কমিশন গৃহীত বৃত্তি শিক্ষার বিষয়ের সুপারিশগুলির আলোকপাত করেছেন।

বর্মন. কাকলি রচিত Policies and recommendations of women education in the context of modern Indian History গবেষণাপত্রে 2015 সালে International journal of applied research পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন কমিশনে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়েছেন, সংবিধানের ব্যবস্থাবলী, বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষার অবস্থা ও বিভিন্ন স্কীম উদ্যোগের সাহায্য তাদের কার্যের বিশ্লেষণ করেছেন।

রায়. নিজা রচিত Women Education in India A situational Analysis গবেষণাপত্র March মাসে 2010 সালে প্রকাশিত পায়। এই প্রবন্ধে মহিলা শিক্ষার অগ্রগতি ও বর্তমান মহিলা শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন। ভারতীয় প্রতিটি শিক্ষাস্তরে বর্ষসমূহ ও রাজ্য অনুসারে নারী-পুরুষের শিক্ষার হারকে লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

দত্ত. সুনমন রচিত "বিবেকী কণ্ঠস্বরে স্বামীজির নারীশিক্ষা" প্রকাশিত গবেষণাপত্র International Journal of International oppertunities Humanitics & Social Science পত্রিকায় 2017 সালে প্রকাশিত হয়। নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে উক্তি, স্বামীজির দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

তিলক. ও তোতিজা (জনৈয়াল কি জি তিলক, ন. বি তোতিজা) রচিত Resources for education of all গবেষণা পত্র Journal of Education and Social Change পত্রিকায় 1990 সালে প্রকাশিত হয়। ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে খরচ, প্রারম্ভিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষাকে সার্বজনীনতা এবং শিক্ষায় সমসুযোগের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন পরিসংখ্যানের মাধ্যমে গবেষণা করেছেন।

জি.এ. কিশোর রচিত Right to Education of Equiality of Educational oppertunities সংক্রান্ত পত্র Journal of International Cooporeation in Education পত্রিকায় 2014 সালে প্রকাশ পায়। সমতার জন্য শিক্ষার কিছু মৌলিক অধিকার ও সাম্যের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা এবং সমসুযোগের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে কীরূপ পরিবর্তন আছে সেই বিষয় আলোচনা করেছেন। তাছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের বাধা-সমূহ দূরীভূত করে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। বিভিন্ন কমিশন ও কমিটি সম্পর্কে আলোচনা ও কমিশন গৃহীত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ও শিক্ষার বিষয়ের সুপারিশগুলির আলোচনা করেছেন।

## ২.২ : গবেষণার ফাঁক :-

পরীক্ষার্থী এই উক্ত কাজগুলিকে পর্যালোচনা করে দেখেছেন, যে বর্তমান শিক্ষায় কোঠারি কমিশনের এই দিকটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

# তৃতীয় অধ্যায়

## পদ্ধতিকরণ :

**৩.1 : নকশা :-** এটি একটি গুনগত গবেষণা পদ্ধতিমূলক কাজ ও ঐতিহাসিক গবেষণা।

**৩.২ : তথ্যসূত্র :-** এই কাজের জন্য দুই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

**৩.২.1 : প্রাথমিক তথ্য :-** সরকারি নথিগুলিকে প্রাথমিক তথ্য হিসাবে গ্রহন করা হয়েছে।

**৩.২.২ : গৌন তথ্য :-** বেসরকারি কমিশনের বিষয় গুলিকে নিয়ে যারা কাজ করেছেন। সেই পত্র, বই, জার্নাল কে গৌন তথ্য হিসাবে গ্রহন করা হয়েছে।

# চতুর্থ অধ্যায়

## সুপারিশসমূহ :

### 4.1: কোঠারি কমিশনের নারীশিক্ষা বিষয়ে সুপারিশগুলি আলোচনা :—

নারীশিক্ষা সম্পর্কে কোঠারি কমিশন নারীশিক্ষায় জাতীয় কমিটির সঙ্গে সহমত হয়ে কিছু উল্লেখযোগ্য সুপারিশ দেন। কমিশন যে শুধু নারীশিক্ষার বিষয়ের উপর সুপারিশ দেন তা নয়, ভারতের সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষক নিয়োগ, বয়স্ক শিক্ষা, বৃত্তিমুখী শিক্ষা ও আরও অন্যান্য বিষয়ে নজর দেওয়ার কথা বলেন। নিম্নে নারীশিক্ষার বিষয়ের সুপারিশগুলির আলোচিত হল।

1. ১৯৬৪ সালের আগে ভারতে নারীশিক্ষার হার এতটাই কম ছিল যে অন্য দেশের তুলনায় ভারত অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। কিন্তু পুরুষেরা নারীদের তুলনায় শিক্ষার হারে অনেকটাই এগিয়ে ছিল, ফলে নারী-পুরুষের শিক্ষার হারের ব্যবধান অনেক বেশি ছিল। এই ব্যবধান কম করার জন্য সুপারিশে বলা হয় আগামী কয়েক বছরের মধ্যে নারী-পুরুষের শিক্ষার হারের পার্থক্য কম কমাতে হবে ও আরও বলা হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নারী-পুরুষের শিক্ষার হারের পার্থক্য

কম করতে হবে ও আরও বলা হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নারী-পুরুষের শিক্ষার হার সমান করতে হবে।

২. মেয়েদের শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে যে যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা করা দরকার সেই পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্যত হতে হবে ও সেই পরিকল্পনা সফলের জন্য যা অর্থ ব্যয় হবে তার আর্থিক সাহায্য দেওয়া দরকার।

৩. বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষিত মহিলাদের কথা বিবেচনা করে উচ্চশিক্ষাস্তরে নারী-পুরুষের অনুপাত কম করতে হবে। প্রতি চারজন পুরুষের মধ্যে একজন নারীকে শিক্ষিত না করে, প্রতি তিনজন পুরুষের মধ্যে একজন নারীকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

৪. পুরুষ নারীর পাঠক্রম এক করতে হবে। মেয়েরা শুধু গৃহ নিপুনার কাজ না শিখে, বিজ্ঞান, কলা বিভাগে শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। হোম সায়েন্স, নার্সিং, বৃত্তি ও কারিগরি প্রভৃতি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ দান করতে হবে।

৫. আর্থিক দারিদ্রতার কারণে যাতে পড়াশুনা ছেড়ে না দেয়, যাতে তারা নিজেরাই পড়াশুনা যাবতীয় খরচ চালাতে পারে তার জন্য স্কলারশিপ প্রদানের কথা বলা হয়।

## 4.2: কোঠারি কমিশনকৃত শিক্ষার সাম্যতা বিষয়ে সুপারিশগুলির আলোচনা :—

দেশে শিক্ষায় সাম্য নিয়ে আসতে গেলে ভারতে যে সমস্ত অনগ্রসর জাতি, দুঃস্থ, চরম দরিদ্র সম্পন্ন মানুষ, তপশিলি জাতি, উপজাতি আছে তাদেরকে শিক্ষার আঙিনায় আনতে হবে এইসব মানুষই শিক্ষার নানান সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ও তারা সকলেই শিক্ষাগত যোগ্যতাতে অনেক পিছিয়ে আছে। এই সকল মানুষজনের শিক্ষার সাম্য আনার জন্য ডঃ ডি. এস কোঠারি ও তারই সতেরো জন সদস্য নিয়ে সরকারের কাছে কিছু সুপারিশ পেশ করেন। সুপারিশগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল।

1. যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা শিক্ষায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে বিশেষ পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষার আলোর আলোকিত করতে হবে।

2. দেশের প্রতিটি শিশু যাতে ন্যূনতম শিক্ষা-গ্রহণে মনোযোগী হয়, তার জন্য কমিশন প্রারম্ভিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করে তোলার সুপারিশ করেন এবং প্রারম্ভিক শিক্ষা ছাড়াও কোনো শিক্ষার্থী যদি উচ্চ শিক্ষাগ্রহণে তৎপর হয় তাহলে সরকার যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন বলে জানান।

3. ভারতে এমন অনেক পরিবার আছে যারা আর্থিক সমস্যার কারনে শিশুদের পাঠ্যপুস্তক, স্কুলের পোষাক কিনে দিতে ব্যর্থ হয়, এই ধরনের সমস্যাগুলি এড়ানোর জন্য প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে সরকার থেকে পাঠ্যপুস্তক ও স্কুলের পোষাক বিতরন করার কথা বলেন।

4. প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়ার কথা বলা হয়। তপশিলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষন করতে হবে ও তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য বিশেষ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়।

5. জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ছেলেমেয়ে লাঘন করে একই ছাদের নীচে অর্থাৎ একই শ্রেণি-কক্ষে সকলেই সমভাবে পড়াশোনার সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়। এর জন্য কমিশন Common School System চালু করার নির্দেশ দেন।

## 4.3: নারীশিক্ষা বিষয়ক কোঠারি কমিশনের সুপারিশগুলি-র সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ :-

কোঠারি কমিশন নারীশিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নারীশিক্ষা সম্প্রসারনের উপর জোর দেন। কমিশনকৃত সুপারিশগুলির মহিলা শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকা নেয়। তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

### 4.3.1: নারীশিক্ষার সুপারিশগুলির ইতিবাচক দিক :-

1. সুপারিশে মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলার কারনে সমাজে প্রতিটি মেয়ের সামাজিক নিরাপত্তার দিকটি অনেক বেশি সুরক্ষিত হবে। এর ফলে মেয়েরা স-সম্মানের সাথে বিদ্যালয় বা কলেজে পড়াশুনা করার সুযোগ পায় এবং দোষী মেয়েদের উপর নানান অপরাধমূলক কাজের পরিমান কম হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমাবে।

2. সুপারিশে বলা হয় মেয়েদের বিদ্যালয়ে কর্মসংস্থানের সৃষ্টির কথা, যা নারীশিক্ষা ও সমাজের উন্নয়নের প্রতি সহায়ক, বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের নারীদের মতো ভারতের মহিলারাও বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকলে মহিলাদের যেমন শিক্ষায় উন্নতি ঘটবে তেমনই নিজস্ব জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন ঘটবে।

## 4.3.2: নারীশিক্ষার সুপারিশগুলির নেতিবাচক দিক :-

1. কমিশনে বলা হয় বিয়ের বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের জন্য খণ্ডকালীন চাকুরির ব্যবস্থা করতে, কমিশনকৃত এই সুপারিশটি ব্যর্থ হয় কারণ সরকার এই বিষয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ না নেওয়ায় আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি জেলাতেই দুই তৃতীয়াংশ মহিলারা বর্তমানে আংশিক সময়ের জন্য নিজের বাড়িতে হস্তশিল্পের ও সাংসারিক কাজে যুক্ত থাকে। ফলে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো খণ্ডকালীন চাকুরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়নি, যার প্রভাব দেশে বেকারত্বের উপর পড়ে।

2. কমিশনের রিপোর্টটিতে নারীশিক্ষা বিষয়ে আরও একটি সুপারিশ করা বলা হয়েছে, ছেলে ও মেয়েদের পাঠক্রম-এর পার্থক্য করা যাবে না, এই সুপারিশে কিছু ভালো গুণ থাকলেও পরবর্তীকালে নারীশিক্ষার পাঠক্রম প্রসঙ্গে আবার একটি কথা বলা হয় মেয়েদেরকে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, নার্সিং শিক্ষা, সমাজসেবা ইত্যাদি বিষয়ে পড়ানোর উপর জোর দিতে। কিন্তু সুপারিশে কোনো জায়গায় এই শিক্ষা পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করার কথা নেই বলে আবারও নারী-পুরুষের পাঠক্রমে বৈষম্য ঘটেছে। নারী-পুরুষের অধিকারের ব্যাপারে একটি সীমারেখা নির্দেশ করেছে যার কুফল মহিলাদের উচ্চশিক্ষার উপর বাধা হয়ে দাঁড়ায়।



CamScanner

## 4.4: সমসুযোগ বিষয়কগুলির সমালোচনামূলক আলোচনা

কোঠারি কমিশন শিক্ষায় সমসুযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিক্ষায় সাম্য আনার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিশনকৃত সুপারিশগুলির কিছু ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

### 4.4.1: শিক্ষায় সমসুযোগের ইতিবাচক দিক :-

1. শিক্ষায় সমসুযোগ সৃষ্টি করার জন্য বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। যার ফলে দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বৃত্তিদানের সাহায্যে শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশের কোনো শিক্ষার্থী বৃত্তিগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় না, ফলে সমগ্র দেশে শিক্ষায় সাম্যতা বিরাজ করে। সুপারিশকৃত এই বৃত্তিদানের ব্যবস্থা ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক বিষয়।

2. শিক্ষায় সর্বস্তরে সমসুযোগ প্রতিষ্ঠা করার জন্য কমিশন সুপারিশ দেন বিদ্যালয়গুলিতে 'কমন স্কুল সিস্টেম' চালু করতে। এর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জাতি ও ধর্মের শিক্ষার্থী একই বিদ্যালয়, একই পদ্ধতির শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ফলে এই সুপারিশের দরুন ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক দিক রচিত হয়, ফলে বিদ্যালয় পরিবেশে কোনো রকমের বর্ণভেদ ও জাতিভেদের সমস্যা দেখা যায় না।

## ৮.৮.২: শিক্ষায় সমসুযোগের নেতিবাচক দিক :-

১. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকরী হওয়ার মধ্যেই সুপারিশে দেশের সরকারি ও সরকার স্বীকৃত প্রাইভেট স্কুলগুলিতে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করার কথায় বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এমন কিছু সরকারি স্কুল আছে যারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ন্যূনতম বেতন ও বিদ্যালয় পরিচালনা প্রোমোটিং বিভিন্ন খরচ নেওয়া হয়ে থাকে, ফলে সমাজের কিছু মানুষের নিজেদের স্বার্থের জন্য এই সুপারিশ ব্যর্থ হচ্ছে ও নেতিবাচক দিক লক্ষিত হচ্ছে।

২. শিক্ষায় সমসুযোগ আনার জন্য গ্রামীন পিছিয়ে পড়া মানুষ ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহন করতে বলা হয়। ভারতের বেশিরভাগ মানুষ স্বচ্ছলতাহীন দিন অতিবাহিত করে ফলে তারা তাদের শিশুদের কাজের সঙ্গে যুক্ত করে দেয় পড়াশুনার প্রতি কোনোরকম আগ্রহ থাকে না, বেশিরভাগ অভিভাবক পড়াশুনার গুরুত্ব বুঝতে অসমর্থ। সরকার এই ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহন করলেও অভিভাবকের উদাসীনতার জন্য সুপারিশটি বারে বারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে।

# পঞ্চম অধ্যায়

## বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা :-

কোঠারি কমিশন 1966 সালের পর থেকে এদেশের জনশিক্ষার বিকাশের পথকে প্রশস্ত করেছে। তবে নারীশিক্ষার পাঠ্যক্রম, বৃত্তি প্রদান, সংরক্ষণ, ছাত্রীবাস নির্মান ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ পথ অনুসরন করে নারীশিক্ষার গুনগত ও পরিমানগত মান বৃদ্ধি করেছে।

□ অর্থাৎ বলা যায় ভারতবর্ষের নারীশিক্ষার মান বৃদ্ধি করনের জন্য কোঠারি কমিশনের সুপারিশগুলি এক যুগান্তরকারী বিষয় সন্দেহ।

College • Estd.-1965

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## সমালোচনা :-

ভারতবর্ষ স্বাধীনতার দীর্ঘ ৭০ বছর কাল পেরিয়ে গেলেও নারীশিক্ষার সেই রকম কোনো বিকাশ এখনো হয়নি, কারন প্রদেশে নারীরা এখনো বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রমিকে পরিনত হয়ে আছে। তবুও যতোটুকু নারীশিক্ষা প্রদেশে বিকাশ লাভ করেছে, ততোটুকুই হলো কোঠারি কমিশনের সুপারিশ থেকে, তাই বলা যায় নারীর শিক্ষার অগ্রগতিতে কোঠারি কমিশনের গুরুত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ন।

S.R.F. College • Estd.-1995

## তথ্যপঞ্জি


রায়, প. এবং রায়, ত্র (2016) সাম্প্রতিক ভারতবর্ষ ও শিক্ষা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : রীতা পাবলিকেশন।

ভক্তি ভূষণ ভক্ত - ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা - অ-আ-ক-খ প্রকাশনী।

J.C. Aggarwal - Modern Indian Education: History, Development and Problems - Shipra Publication

জ্যোতি প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় - ভারতীয় শিক্ষার ইতিবৃত্ত ও সাম্প্রতিক সমস্যা - সেন্ট্রাল লাইব্রেরি।

ড: নুরুল ইসলাম - ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের রূপরেখা - শ্রীধর প্রকাশনী।


External
15/7/2023

S.R. Fatepuria College • Beldanga • Murshidabad • Estd-1966